ইউআরসি, লালপুর, নাটোর এর কর্ম সম্পাদনের সার্বিক চিত্র
(Overview of the Performance of URC, Lalpur, Natore)

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩বছর) প্রধান অর্জনসমূহ :

প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করে বর্তমান সরকার সমতাভিত্তিক ও মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে প্রয়োজন মানসম্মত শিক্ষক। যুগোপযোগী ও মানসম্মত শিক্ষক তৈরির লক্ষ্যে পিইডিপি-৩ এর আওতায় শিক্ষক প্রশিক্ষণের কাজ শুরু হয়ে পিইডিপি-৪ এ চলমান রয়েছে। ইউআরসিতে ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ৬৫২ জন শিক্ষককে অন্তবর্তী পাঠপরিকল্পনার উপর অবহিতকরণ এবং ১১০ জন প্রধান শিক্ষক ও ২২০ জন সহকারি শিক্ষককে গুগল মিট বা জুম অ্যাপে সভা পরিচালনা /ক্লাস পরিচালনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে এবং ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ১৮০ জনকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ২০২২-২৩ অর্থ বছরে মোট ২১০ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন - প্রয়োগ নিশ্চিত করতে ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ৮৫ টি বিদ্যালয় এবং ২০২১-২২ অর্থ বৎসরে ৬০ টি এবং ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ৬০ টি বিদ্যালয় এক বা একাধিকবার পরিদর্শন করে একাডেমিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়া ডিপিএড প্রশিক্ষণ ও বিষয়ভিত্তিক বিভিন্ন প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগের পর শিক্ষকগণ তাঁদের পেশাগত ধারণা প্রয়োগে যে ঘাটতি অনুভব করেন তা পূরণে শিক্ষকযোগ্যতার আলোকে শিক্ষকগণের চাহিদার ভিত্তিতে চাহিদাভিত্তিক সাব-ক্লাস্টার প্রশিক্ষণ পরিচালিত হয়। শিক্ষকগণের চাহিদার আলোকে অত্র ইউআরসিতে ইতোমধ্যে ২৪টি সাব-ক্লাস্টার প্রশিক্ষণের লিফলেট প্রণয়ণ ও সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষকদের ওরিয়েন্টশন প্রদান করা হয়েছে। সমতাভিত্তিক ও মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে ইউআরসির পক্ষ থেকে শিক্ষকগণকে ধারাবাহিক সহায়তা প্রদান অব্যাহত রয়েছে। বিদ্যালয় বন্ধকালীন সময়ে শিশুদের সাথে কার্যকর যোগাযোগ, নেপ কতৃক প্রদত্ত বাড়ীর কাজ প্রদান ও সংগ্রহ এবং শিশুদের শারীরিক ও মানষিক স্বাস্থ্যের সুরক্ষা বিষয়ে শিক্ষকগণকে স্বল্প পরিসরে অনলাইন প্লাটফর্মে প্রশিক্ষণ ও ওরিয়েন্টশন প্রদান করা হচ্ছে। ভবিষ্যতে এ কার্যক্রমে সকল শিক্ষককে অর্ন্তভূক্ত করা যেতে পারে। এছাড়া শিক্ষকগণের বাস্তবতার নিরিখে/প্রয়োজনভিত্তিক যে কোন একাডেমিক চাহিদা পুরণে ভার্চুয়াল প্লাটফর্মে সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও শিক্ষকগণের চাহিদার ভিত্তিতে অনলাইনভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও ওরিয়েন্টশন প্রদান অব্যাহত থাকবে।

সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহ:

- কর্মকর্তা ও কর্মচারীর শূণ্য পদ (সহকারী ইন্সট্রাক্টর, ডাটা এন্ট্রি অপারেটর ও নৈশ প্রহরী) ।
- অর্থবছরের শুরু থেকে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ/ওরিয়েন্টশনের বরাদ্দ না পাওয়া।
- প্রশিক্ষণ পরবর্তী Follow up ও তত্বাবধান কার্যক্রমে সকল একাডেমিক তত্বাবধায়কগণের মধ্যে সমন্বয় না থাকা।
- অনলাইন প্লাটফর্মে ডিজিটাল কন্টেন্টের মাধ্যমে পাঠদানে অধিকাংশ শিক্ষকের অনীহা ও স্বল্পসংখ্যক শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণসহ বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা।
- আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত প্রশিক্ষণ কক্ষের অভাব ও বিকল্প প্রশিক্ষণ কক্ষের সুবিধা না থাকা।
- ওয়াস রুম নির্মান ও আসবাবপত্র সরবরাহ নিশ্চিত করা

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

- ভার্চুয়াল প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও পরিচালনায় সকল শিক্ষকের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
- PEMIS SYSTEM এ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সকল শিক্ষকের তথ্য উপজেলা শিক্ষা অফিসারের সাথে সমন্বয় পূর্বক তাৎক্ষণিক হালনাগাদ করা।
- প্রশিক্ষণ ডাটাবেজ তৈরি ও সেই আলোকে শিক্ষক ডেপুটেসন প্রদানে সহায়তা করা।
- সকল শিক্ষককে ICT উপকরণের ব্যবহার সম্পর্কে ধারনা দেওয়া।
- SMART বাংলাদেশ বিনির্মানে সকল শিক্ষককে সার্বিক সহায়তা করা।
- শ্রেণিভিত্তিক সকল বিষয়ের বিষয়ভিত্তিক উপকরণের তালিকা প্রণয়ণ ও বিদ্যালয় পর্যায়ে সরবরাহ করা।
- সমতাভিত্তিক ও মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে যে কোন সরকারি কর্মসূচী বাস্তবায়নের পাশাপাশি স্থানীয় পর্যায়ে উদ্ভাবনী কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা।

২০২৩ - ২০২৪ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ:

- একাডেমিক চাহিদা পূরণে শিক্ষকদের মানসম্মত প্রশিক্ষণ প্রদান;
- মানসম্মত একাডেমিক তত্বাবধান ও শিক্ষকগণকে ফলাবর্তন প্রদান;
- সকল শিক্ষককে ভার্চুয়াল প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও পরিচালনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান;
- PEMIS SYSTEM এ তথ্য হালনাগাদ পূর্বক বিদ্যালয়ভিত্তিক শিক্ষকগণের প্রশিক্ষণ ডাটাবেজ সম্পন্ন করা;
- শিক্ষকযোগ্যতার পরদর্শিতার সূচকের আলোকে শিক্ষকগণের প্রশিক্ষণ চাহিদার ডাটাবেজ তৈরী করা;
- প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় তথ্য ও যোগযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার;
- ডিজিটাল কনটেন্ট ভিত্তিক পাঠদানের জন্য শিক্ষকগণকে সহায়তা প্রদান;
- সকল শ্রেণির বিষয়ভিত্তিক উপকরণের তালিকা প্রণয়ন, উপকরণ তৈরি/সংগ্রহ পূর্বক প্রয়োজনীয় উপকরন সহযোগে জীবন ঘনিষ্ঠ পাঠদানে সহায়তা প্রদান;
- সকল একাডেমিক তত্বাবধায়কগণের মধ্যে সমন্বয় পূর্বক পরিদর্শন কার্যক্রম ফলপ্রসূ ও জোরদার করা।